ভাত ও ভাষার লড়াই

ইমানুল হক্

আনা - আনা কারেনিনা যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া প্রেমিক ভ্রনস্কি'র প্রতি প্রবল আশঙ্কা অ ার তীব্র আকুতি নিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে গাড়িতে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়ে স্বামীকে জানিয়ে দিয়েছে, সে ভ্রনস্কিকে ভ ালবাসে এবং তার স্বামীর উদ্দেশ্যে তার উচচারণ 'তোমাকে আমি সহ্য করতে পারি না, তোমাকে ভয় হয়, তোমাকে ঘৃণা করি।' তার জবাবে চিঠি লিখতে বসেছেন আনার স্বামী অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিদকারেনিনা। 'আনা কারেনিনা'র লেখক তলস্তয় আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন শ্রীযুত্ত কারেনিন চিঠিটা লিখছেন শভাষায় নয় -- ফরাসি ভাষায়।

কারণ, ফরাসি জানা, বলা এবং লেখাটা তখন শ অভিজাতদের কাছে অভিজাত ব্যাপার। নীরদ চন্দ্র (সি!) চৌধুরী তাঁর 'ব াঙালি জীবনে রমণী' তে লিখছেন 'রোমানদের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব পড়িবার পর তাহারা কতগুলি ব্যাপারে বিশেষ করিয়া দার্শনিক আলোচনায় গ্রীক ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট আরেলিয়াসের দার্শনিক চিন্তা গ্রীকে লেখা, তিনি রাজকার্য অবশ্য ল্যাটিন ভাষাতেই চালাতেন। আধুনিক ইউরোপেও এই ধারার ব্যতিত্রম হয় নাই। ফর াসী সভ্যতার প্রভাব ইউরোপের অন্যত্র বিস্তৃত হইবার পর জার্মানিতে ও শিয়ায় ফরাসী ভাষা ব্যাপকভাবে চালিয়াছিল। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট ফরাসী ভাষার বই লিখিয়াছিলেন, চিঠিপত্রওসেই ভাষাতেই লিখিতেন। এমনকি বিখ্য াত ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবন তাঁহার প্রথম বই ফরাসীতে লিখিয়াছিলেন।'

রোমান রাজা অরেলিয়াস যাই কন না কেন, তাঁর পূর্বপুষরা কিন্তু ইতালির একটি ছোট্ট প্রদেশ লাতিনামারে ভাষা ল্যা টিনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সব কোণে। প্রায আড়াই হাজার বছর আগে তাইবার নদীর উপকূলে অবস্থিত নগররাষ্ট্র লাতিনামের মাতৃভাষা ছিল লাতিন বা ল্যাটিন। রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার তথা রোমান আগ্র াসনের ফলে তা প্রথমে লাতিউম এবং ত্রমশ সমগ্র ইতালিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কি ঘটল? অ-ইন্দো ইউরোপীয় এট্রুসক ান ও অন্যান্য ইতালীয় উপভাষা (ওসকান, উমব্রিয়ান, ফ্যালিস্কান ইত্যাদি), উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেনেতিক, পো - উপত্যক ার কেলতিক এবং সিসিলি ও ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় উপদ্বীপে প্রচলিত গ্রীক প্রভৃতি ভাষাগুলি লাতিনের দ্বারা স্থানচ্যুত হয় (খ্রি পু ৫০০-২৬৫)।

এরপর লাতিন বিস্তৃত হল গ্রিসে (খ্রি. পূ. ২৭৫), মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় (কার্থেজ অধিকার খ্রি. পূ. ১৪৬) আধুনিক স্পেন ও পর্তুগালে (খ্রি. পূ. ২০১) দক্ষিণ গল (খ্রি. পূ. ১২১) সমগ্র গল অর্থাৎ ফ্রান্সে (জুলিয়াস সিজারের আত্রমণ ৫৮-৫১), রাইন নদীর অববাহিকা থেকে দানিয়ুবের পূর্বাঞ্চলে এবং এশিয়া, মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত ভূখন্ডে। প্রসঙ্গত ৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন আত্রান্ত হলেও ব্রিটেনের জন্য রোমানরাবাড়তি কোন আকর্ষণ বোধ করেনি। কারণ, ব্রিটেনের সমৃদ্ধি তেমন ছিলনা। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের ভাষা ল্যাটিনের কদরও বাড়ল।

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ল্যাটিনের প্রাধান্য সারা ইউরোপে এবং আমরা দেখতে পাই, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতা লির নবজাগরণের ভাষাও ল্যাটিন।

ইতালির নবজাগরণের তিনটি অঙ্গ - এক, গাণিতিক প্রজ্ঞার বিকাশ। দুই, চাকলা সমৃদ্ধি, তিন, সাহিত্যিক মননশীলতার পরিমার্জিত ও সৃষ্টিশীল বিকাশ। এই তৃতীয় বিকাশের মাধ্যম হল ল্যাটিন। শুধু ইতালি কেন, ইংল্যান্ড ও জার্মনির জ্ঞান ও

প্রজ্ঞা চর্চার ভাষা হল ল্যাটিন। দার্শনিক বেকন তাঁর 'নোভাম অর্গানাম', নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' মিল্টন তাঁর 'ডফেন্সিও' লেখেন ল্যাটিনে। এবং জার্মানিতে খ্রিষ্টাব্দ ১৬৮১ থেকে ১৬৯০ এর মধ্যে যে সব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল তার মধ্যে স্যখ্যা ধিক ছিল ল্যাটিন ভাষার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমও ছিল ল্যাটিন।

অথচ এই ল্যাটিনের মাতৃভূমির শাসক সম্রাট অরেলিয়াস দর্শনচর্চা করলেন গ্রিকে।

আমাদের দেশে যারা ইংরেজি 'না' থাকিলে কি হইবে বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপাতে মগ্ন তাঁরা উপরের তথ্যগুলি মনে র াখলে ভাল করবেন। ইংল্যান্ডে টিউডোর যুগে সম্রাট অষ্টম হেনরি-কে বাইবেল ল্যাটিন থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রসঙ্গত খ্রিস্টান ধর্মগু পোপ আজও তাঁর ভাষণ ল্যাটিনেইদেন ভ্যাটিকান সিটিতে বসে।

কিন্তু আজ? ল্যাটিন -- ইতিহাসের গবেষণার বিষয়। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে সে যথেষ্ট সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার কোন ভূমিকা নেই এবং কোন দেশের সরকারি কাজের ভাষা ল্যাটিন নয়। আমরা, যাঁরা বাংলাভাষার কথা বলি, ভাবি, চিন্তা করি, চিন্তার সংহত স্রোতকে কলম বা 'কি - বোর্ডের' সাহায্য নিয়ে অন্যের হৃদয় ও মস্তিষ্কে পৌছে দিতে সচেষ্ট হই, তাঁরা যেন এই ইতিহাসটা ভুলে না যাই।

বাংলায় আমরা যতই সাহিত্য চর্চা করিনা কেন, সাহিত্য পত্রিকা বের করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি না কেন, পঁচিশে বৈশাখে ভোরে চঞ্চল হয়ে উঠি না কেন, হৃদয়ের যন্ত্রণার অবসানে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলে অবগাহন করিনা কেন, বাংলা যদি কাজের ভাষা না হয়, না হয় বাণিজ্যের ভাষা, শিক্ষার ভাষা সরকারি যোগাযোগ ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা - তাহলে বাংলা ভাষাও ল্যাটিনের দশা প্রাপ্ত হবে।

সংস্কৃতের কথাই ধন। ভারতীয় 'আর্য' শাসক ও দোসর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কল্যাণে সংস্কৃত এমন কী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজ াদেরও রাজসভার ভাষা। বল্লাল সেন -- লক্ষ্মণ সেন - দের কৌলিন্যপ্রথার যুগে তো কথাই নেই। বৌদ্ধ পালরাজাদের সভাকবি সন্ধ্যাকর নদী 'রামচরিত মানস' লিখেছেন সংস্কৃতে। আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারে উৎসাহী সেনরাজাদের সভাকবি জয়দেবও 'গীতগোবিন্দম' লিখেছেন সংস্কৃতে।

কিন্তু যাঁদের রাজসভা কোনদিন ডাকেনি, ক্ষমতার প্রধান দুটি কেন্দ্র প্রশাসন এবং পুরোহিত তন্ত্রের কাছে যাঁরা ব্রাত্য, বলা চলে অস্পৃশ্য সেই সহজিয়া চর্যাকাররা তো লিখলেন বাংলাভাষায়।

আমাদের একটা বড় সমস্যা --- প্রকৃত ইতিহাসবোধ এবং মনস্ক ইতিহাস গবেষণার ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরা তো ধরে বসে আছেন -- সংস্কৃত বাংলার জননী। এমনকী বহু বাংলার অধ্যাপকও একই ভুল করেন। কিন্তু, এখন, আমরা জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় সংস্কৃত বাংলার জননী এই কথাটা লিখলে '২০'-তে '০' পাওয়া যাবে। বাংলাভাষায় সংস্কৃত প্রভাব অবশ্যই আছে -- কিন্তু আর্যদের সংস্পর্শে আসার আগে এই বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা কি বোবা ছিল -- নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করতো না? শুধু ইশারা বা আকার ইঙ্গিতেই কাজ সারতো। বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুপ্রবেশ তো সেন রাজাদের আমলে - তার আগে রাজসভার প্রচলন থাকলেও সাধারণ্যে কি সংস্কৃত ছিল ? না, থাকা সম্ভব? সাধারণ বাঙালির জিভ খটোমটো সংস্কৃত উচচারণে অভ্যস্ত নয়। আজকের বাংরেজ এবং সংস্কৃতমন্য বাঙালিকে দিয়ে সেকালের বাঙালিকে বিচার করতে যাওয়া ক্ষতিকর হবে।

বাঙালি যুক্তাক্ষর নয়, যুক্ত অক্ষর বা তার সরলীকরণে অভ্যস্ত। বাঙালি 'ধর্ম' নয়, 'ধম্ম' বা 'ধাম' বলতে অভ্যস্ত ছিল। তার 'সংক্রম' নেই 'সংকম' বা 'সাঁকো' আছে। 'হস্ত' নেই তার জিভের অনায়াস গতায়ত 'হত্থ' বা 'হাতে'।

চর্যাপদ, যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এগুলি জানা বিষয়। কিন্তু অনেকেই মানতে পারেন না, মেনে নিতে তো আরও অসমর্থ। এবং এটা খেয়াল রাখতে আমরা ভুলে যাই- চর্যাপদে, 'ই', 'ঈ' - এর প্রভেদ নেই। 'ন' এবং 'ণ'নিয়ে অকারণ 'পন্ডিতি' বাড়াবাড়ি নেই, 'স', 'ষ' এবং 'শ' প্রায় প্রভেদহীন। ভাষা বিজ্ঞানের ছাত্রদের এটুকু অবশ্যই জানা যে, প্রাচীন ভ ারতীয় আর্য ভাষাতেও 'স' এবং 'শ' -এর প্রভেদ ছিল না। 'সুতনুকা' এবং 'শুতনুকা' - দুটি বানানোই সন্ধান মেলে।

আসলে, বাংলা ভাষার বিরোধীরা দুইভাবে বাংলাভাষার বিরোধিতাটা করেছেন। এক, বাংলায় সব কাজ করা যায় না, জ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য চর্চা সম্ভব নয় - এই বলে। দ্বিতীয় দল কাজটা করেছেন সেটা আরও মারাত্মক ক্ষতিকর। এরা ব াংলাভাষাকে জটিল থেকে জটিলতর করেছেন, বাংলা ব্যাকরণকে রূপান্তরিত করেছেন সংস্কৃত ব্যাকরণে, 'সংস্কৃত বাংলার জননী' এই নিদান দিয়ে বাংলাভাষাকে সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়ারব্যবস্থা করেছেন। যখনই

পরিভাষা তৈরির দরকার হয়েছে - এরা দ্বারস্থ হয়েছেন সংস্কৃতের। সহজবোধ্য হিন্দি বা সমগোত্রীয় শব্দের সাহায্য এরা নিতে অস্বীকার করেছেন। অথচ হিন্দি তো এক অর্থে আমাদের সোদর, হিন্দি ভাষার জন্মকাল তো প্রায় বাংলাভাষারই সমসময়কালে। নব্য ভারতীয় আর্যের যুগে।

বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটা কথা প্রায়শই বলতেন, 'সংস্কৃত আমাদের অতি - অতি বৃদ্ধপ্র-পিতামহী।' একই সঙ্গে তিনি বাংলাভাষার লেখকদের প্রধান সমস্যাটাকে চিহ্নিত করেছিলেন --'নতুন কথা গড়া'প্রবন্ধে। তাঁর কথা, --"যাঁহারা এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলাভাষা ভালোকরিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নতুন চোয়ালভাঙা কথা চালিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষার কী আছে না আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

একজন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাংলা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃভাষায় জ্ঞান সুদূর পরাহত হইয়াছে। অথচ ইহারাই যখন লেখনী ধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাংলা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাংলা তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বুঝিল, আর কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে! সে তো দেশীয় ভাষা নহে। সে তো অনুবাদক- দিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্ট ভোজনে জাতপাতের ভয় করতে অথচ লেখক মহাশয়েরা তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মুর্খ বলিয়া উপহাস করে। এই গেল এক দলের কথা।"

অন্য দলের কথা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য আরও একটু তীক্ষ্ম এবং তীব্র। 'আবার যখন অনুবাদকদিকে এইরূপ দীর্ঘছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্দর" নদ, নদী, পর্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরেজি পড়া অপেক্ষা বাংলা পড়ার অভিধানের প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাংলা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন, তাহাই লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইহারা সংস্কৃতের সং পর্যন্ত শুনিলে চটিয়া ওঠেন। এমন - কি ইহারা সংস্কৃত মূলক শব্দ ব্যহহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরেজি শব্দ, পারসি শব্দ ও দেশীয় শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃত শব্দপ্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল খেদ, --বাংলাভাষায় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা বাংলাভাষা ভালো করে শিক্ষা করেন নি।

ইতিহাস থেকে তিনি এর সমর্থন খুঁজেছেন। ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে বাংলাতেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এবং বাংলার প্রায় সবাই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। মক্তব ও পাঠশালা ছিল প্রায় সমস্ত গ্রামে। নারীরাও নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ পড়তে শেখার মতো জ্ঞান অর্জন করতো। পুষেরা শিখতো শুভঙ্করী। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরামেকালে মিনিটস-এর সাহায্যে বাংলার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দিল। গড়ে তুলল একটি 'ষ্ট্রিম লাইনড্', সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে ফেলার শিক্ষাব্যবস্থা।

নিজেদের প্রশাসন চালানো, বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ও মাত্রাহীন শোষণের স্বার্থে তারা এই শিক্ষাদান ও চাকরিদানের মাধ্যমে গড়ে তুললো একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। যারা জন্মসূত্রে বাঙালি কিন্তু ভাবনা, চিন্তা ও মজ্জাগতভাবে ইংরেজ, বলা ভাল, ইংরেজদের দাস। একদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারি পদ, বিদেশে পড়তে যাওয়ার হাতছানি, আদালতে উকিল হওয়া, চিকিৎসা ব্যবসায় যাওয়া - প্রভৃতি নানা প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজরা মধ্যবিত্তদের বাঁধল। বাঁধল আনুগত্যে।

কুখ্যাত মেকলে মিনিটস - এর কথা সুবিদিত। আমি বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু মনে করিতে দিতে চাই, ইংরেজরা প্রথম যে কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পঠনপাঠন হতো মূলত দেশিয় ভাষায়। ইংরেজ সাহেবদের বাংলা, সংস্কৃত এবং আরবি ফার্সি শেখানোর জন্য গড়া হয়েছিল এই মহাবিদ্যালয়। অথচ পরে যখন কোন ভাষায় দেশিয় ব্যক্তিদের শিক্ষাদান করা হবে, সে নিয়ে বিতর্ক উঠল, অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার হলেও একথা সত্য রামমোহন রায়রা ইংরেজির পক্ষে মত দিলেন। সর্বনাশ ঘটালেন সাধারণ মানুষের, মধ্যবিত্তের যদিও খানিকটা পেয়াবারো হল। এদের ভাবখানা ছিল এমন, জল যদি খেতে হয়, তবে কলসী থেকে ঢেলে কেন, সরাসরি ঝর্ণার ধারে গিয়েই জল খাব।

দেশিয় বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের এই বি-দেশি মনোভাবের ফলে আমাদের ভাষার কেবল নয়, জাতিরও সর্বনাশ

ত্বরান্বিত হয়েছে। একটি শ্রমনির্ভর, ব্যবসায়ী ও কৃষি নির্ভর জাতি অসল, ও চাকুরি নির্ভর হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত বাঙালি শিখল কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করতে। ইংরেজের শেখানো বুলি, তারা আওড়াতে লাগল --- বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হবে না। 'চাঁদসদাগর' যে আমাদের পূর্বসূরী একথা বিস্মরণের লাগাতার প্রয়াস হল, ভোলানো হল, সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সহচেয়ে ধনী এলাকা ছিল পূর্বভারত তথা বাংলা। আমাদের মসলিন সমেত অন্যান্য বস্ত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রপ্তানি করতো। তুলো চাষ হত এই বাংলায়। পরে রাজ্যে তুলো চাষ বন্ধ করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টানিল ইংরেজরা। বাংলাকে পরিণত করার চেষ্টা হল রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারক দেশে। এবং পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার লুঠের টাকায় সমৃদ্ধ হল ইংল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব মনে রাখা দরকার ১৭৬০ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডেও২০ পাউন্ডের বেশি নোট ছিল না।

সোনার বাংলা শ্রীহীন হল, ইংল্যান্ড স্বর্ণপ্রসূ হল। আর বাংরেজ মধ্যবিত্তরা ধারাবাহিক পদলেহনে মেতে উঠলেন। ইংরেজি হল তাদের 'মাতৃভাষা'। এদের কাছে ইংল্যান্ড মাটির দেশ থাকল না, হল সোনা দেশ। এই বাবু সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমের সেই মন্তব্য স্মরণ কন--

'যাঁহারা স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।' তাঁর তির্যক প্রণিধান --- 'যাঁহারা বাক্যে অজেয়,. পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাঁহারাই বাবু।'

এই বাবুদেরই আমরা বাড়তে দেখছি --- গর্বিত ভঙ্গিতে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় তাঁদের মুখরত - 'দেখো আমিবাড়ছি মাম্মি।' এরা ভুলে যাচ্ছেন, অথবা বলা ভাল, সাময়িক লাভের মোহ ভুলে থাকছেন ভাত আর ভাষার লড়াইঅ-বিচ্ছিন্ন। ভাষা মরে গেলে বেশিরভাগ মানুষের ভাত জোটাও কঠিন হয়ে যাবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com